মেহেরপুরে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মেহেরপুরে “মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা- ২০২৪” বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ কর্মশালার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, “সাপোর্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ মাদার এন্ড চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রাম (SIMCBP)” প্রকল্পের আওতায়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন। এতে সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, বিআরডিবি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, বারাদি ইউনিয়নের সচিব আজিম উদ্দিনসহ সদর উপজেলার সব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, উপকারভোগী নির্বাচন ও মনিটরিং পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার উদ্দ্যোগে উপজেলা দিবস উপলক্ষে একটি উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার

হান্নানগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উন্নয়ন মেলায় গ্রামীণ পিঠা সহ নানা ধরনের পণ্যের স্টল স্থান পায়, যা দর্শনার্থীদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। মেলার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম। তিনি ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন এবং পরে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার উপপরিচালক জালাল উদ্দিন, সহকারী পরিচালক জুবায়ের আলমসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তারা এই মেলার মাধ্যমে স্থানীয় উদ্দ্যোগ ও পণ্যের প্রসারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মুজিবনগরে সহকর্মীদের পিটুনিতে দলিল লেখক আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে লিফলেট বিতরণকে কেন্দ্র সহকর্মীদের পিটুনি ও ইটের আঘাতে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন দলিল লেখক রাজু আহমেদ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তি জয়পুর গ্রামের গোলাম হালসোনার ছেলে রাজু আহম্মেদ। তিনি সাব রেজিস্ট্রার অফিসে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত একজন দলিল লেখক (লাইসেন্স নং-৩৫)। আহত রাজুর অভিযোগ, জমি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণের পর তা অন্য মুহুরিরা ছিঁড়ে ফেলেন। এতে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বিষয়টি মেহেরপুর জেলা সেনাবাহিনী ও তাঁর সরাসরি কর্মকর্তাকে জানান।

আজ বৃহস্পতিবার একটি প্রশিক্ষণ চলাকালীন দুপুরের খাবারের সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে শহিদুল মুহুরি, জমির মুহুরি ও তাদের সহযোগীরা রাজুর ওপর অতর্কিত হামলা চালান। রাজুর দাবি, তিনি আশেপাশের মুহুরিদের কথাবার্তা ও আচরণে আগে থেকেই শঙ্কিত ছিলেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত দেখে পাশের একটি স্কুলে আশ্রয় নেন। কিন্তু

হামলাকারীরা বাইরে থেকে লোক ডেকে এনে স্কুলের ভেতরে ঢুকে আমাকে পিটিয়ে ও ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে এতে আমি গুরুতর আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়ি। পরে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত দলিল লেখক শহিদুল ইসলাম বলেন, আমি এবিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। আমি প্রশিক্ষণ শেষে আমার ঘরে বসে খাচ্ছিলাম এ সময় রাজু আমার ঘরে এসে মুহুরী হযরতকে গালিগালাজ করতে থাকে, আমি নিষেধ করলে আমার উপর উত্তেজিত হয়ে আমাকে গালিগালাজ করে এবং আমাকে আচমকা ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেয় এ সময় আশেপাশের মুহুরিরা প্রতিবাদ করলে সে পালিয়ে যায় পরে কি হয়েছে আমি কিছুই জানিনা। আমার বিষয়ে সে যদি কিছু বলে থাকে সব মিথ্যা কথা বলেছে।

এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনার তদন্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন আহত রাজু আহম্মেদ ও তার পরিবার।

ঘটনার বিষয়ে মুজিবনগর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক কমিটির সভাপতি আফাজ উদ্দিন মুহুরীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ঘটনার সময় তিনি নামাজে ছিলেন এবং এই ঘটনার বিষয় তিনি কিছুই জানেন না।

ঘটনার বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, ঘটনাটি তিনি শুনেছেন কিন্তু এখনও কোন লিখিত অভিযোগ পাননি লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২০ টাকা খরচে পুলিশে চাকরি পেলেন ৯ জন

মোছাঃ ফারজানা খাতুন, একজন সংগ্রামী তরুণী। দুইবার ব্যর্থতার পরও হাল ছাড়েননি। অবশেষে নিজের যোগ্যতা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তিনি এবার প্রাথমিকভাবে পুলিশের চাকরির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

তিনি বলেন, আমার ফরম পূরণ করতে ১২০ টাকা লেগেছে, এর বাইরে আমার এক টাকাও খরচ হয়নি। আমি সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায় এখানে এসেছি। আজ আমি খুবই খুশি, কারণ দুইবার ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে নিজের যোগ্যতায় আমি পুলিশের চাকরিতে নির্বাচিত হয়েছি। শুধু আমি নয়, আমার বাবা-মাও অনেক খুশি।

তিনি আরও জানান, তার বাবা একজন কৃষক। অনেক কষ্ট করে তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন। আজকের এই সাফল্যে তিনি যেমন গর্বিত, তেমনি তাঁর বাবা-মাও আনন্দে আপ্লুত।

নির্বাচিত একজন বলেন, চাকরি পাওয়া অবশ্যই আনন্দের বিষয়। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের পর নিজের যোগ্যতায় এই চাকরি পাওয়া সত্যিই গর্বের। আমার বাবা একজন কৃষক। তিনি অনেক কষ্ট করে আমাকে পড়াশোনা করিয়েছেন, যার ফল আজ আমি হাতে পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক কষ্টের পর এই সাফল্য আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত। এ অর্জন শুধু আমার একার নয়, আমার পরিবারের, বিশেষ করে আমার বাবার স্বপ্নপূরণের এক গর্বিত মুহূর্ত।

মেহেরপুরে পুলিশ কনস্টেবল (টিআরসি) পদের নিয়োগ পরীক্ষায় শতভাগ মেধা, যোগ্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হয়ে প্রাথমিকভাবে মনোনীত হয়েছেন ৮ জন পুরুষ এবং ১ জন নারীসহ মোট ৯ জন।

নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নিয়োগ বোর্ড।

মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে প্রার্থীরা শারীরিক মাপ, শারীরিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরীক্ষা- নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে ৯ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন। ওয়েটিং লিস্টে আছেন ২ জন।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ মে) বিকেলে সাড়ে ৫ টায় মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম।

পুলিশ সুপার বলেন, প্রাথমিকভাবে ৯ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন এবং আরও ২ জন ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন। তাদের কারো সাথেই কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন হয়নি। যদি কারো সঙ্গে লেনদেন হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিন, আমরা সেই টাকা ফেরতের

ব্যবস্থা করব। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

যারা এখানে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন, তারা সম্পূর্ণ নিজেদের যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্বাচিত হয়েছেন। এখানে কোনো তদবির বা সুপারিশের ভূমিকা ছিল না। অর্থাৎ, শুধুমাত্র মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন হয়েছে।

জেলা পুলিশ পুরোপুরি স্বচ্ছতা বজায় রেখেছে। সাংবাদিক ভাইদের প্রতি অনুরোধ থাকবে আপনারা যদি কোনো লেনদেন বা অনিয়মের প্রমাণ পান, তাহলে যথাযথ ডকুমেন্টসহ আমাদের সামনে তুলে ধরুন। আমরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এমন কোনো অনিয়ম ঘটার সুযোগ ছিল না।

ফলাফল ঘোষণাকালে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জামিনুর রহমান খান, মাগুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ.এস.এম মুক্তারুজ্জামান, কুষ্টিয়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার সরকার।

নতুন চাকরি পাওয়া তরুণ-তরুণীরা তাদের মেধা ও যোগ্যতায় বাংলাদেশ পুলিশের গর্বিত সদস্য হতে পেরে উচ্ছ্বসিত এবং আনন্দিত।

মুজিবনগরে ‘তারুণ্য নির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণ’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা

তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে “তারুণ্য নির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণ” শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক জনাব সিফাত মেহনাজ।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব পলাশ মন্ডল। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ হেলাল ওসমান।

মেহেরপুরে বিভিন্ন দাবিতে ঔষধ ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন

ঔষধ বিক্রির উপর কমিশন বাড়ানো, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দ্রুত ফেরত নেওয়া ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, লাইসেন্সবিহীন ফার্মেসিতে ওষুধ সরবরাহ বন্ধ এবং সকল ওষুধের মূল্য নির্ধারণে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে মানববন্ধনে সংগঠনের সহ-সভাপতি রাকিবুল হাসান রন, মতিউর রহমান, আমিনুল ইসলাম সেন্টু, বাবর আলী, কাজী খয়রুদ্দিন আহমেদ, আসিফ আল মোনায়েম, জালাল উদ্দিন, মোঃ সেলিম খানসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বক্তারা বলেন “ফার্মেসিগুলো ন্যায্য কমিশন পাচ্ছে না, অথচ খরচ ও ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। তাই কমিশন বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের কারণে সাধারণ মানুষ যেমন ক্ষতির শিকার হয়, তেমনি ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়েন। তাই দ্রুত ফেরত ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত ব্যবস্থা সক্রিয়করণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত ব্যবস্থা সক্রিয়করণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে সাড়ে ৪ টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আয়োজন আদালত ভবনের সম্মেলনের কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস এম নাসিম রেজা।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা মূলত জনগণের উপকারের জন্যই কাজ করি, সে যেভাবেই হোক না কেন। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন। এজন্য কেউ চেয়ারম্যান হোক বা ওসি, আমাদের উদ্দেশ্য একটাই জনগণের উপকার। পদ্ধতিগতভাবে ভিন্নতা থাকতে পারে, তবে লক্ষ্য একই।

গ্রাম নিয়েই আমাদের বাংলাদেশ। আমাদের মেহেরপুর জেলায় ২৫৯টি গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামগুলোতে যদি আমরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালাতে পারি, তাহলে দেখবেন এখানকার মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ তহিদুল ইসলাম, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নূর নবী, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জামিনুর রহমান খান, সিনিয়র সহকারী জজ মোঃ মাসুদ রানা, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এবং এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট তাজুল ইসলাম, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২য় সত্যব্রত শিকদার, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জাহিদুর রহমান

প্রমুখ।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২১ মে) সকাল ১১টায় শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম ও ফয়েজ মোহাম্মদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর খান ছাতু, আব্দুল্লাহ, এম এ খায়রুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, মকবুল হোসেন মেঘলা।

সম্মেলনের সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ. বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, এস. এ. খান শিল্টু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মশিউল আলম দ্বীপু, যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, সুইট, জনি, নাহিদসহ ইউনিয়নের নেতাকর্মীবৃন্দ।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটের মাধ্যমে শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হিসেবে তোফাজ্জেল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাহিদুল ইসলাম নির্বাচিত হন।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- গাংনীর আড়পাড়া পূর্ব পাড়ার মহসিন মোল্লার ছেলে খোকন, মহব্বত, মহব্বত আলীর ছেলে মানিক, নওদাপাড়া তোফাজ্জেল হকের ছেলে আব্দুল ওয়াহেদ ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে । জেলার সার্বিক আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

কমিটি গঠন কেন অবৈধ না কারণ দর্শাতে আদালতের নোটিশ

মেহেরপুরে বিএনপি দলীয় গঠনতন্ত্র অনুসরণ না করে কমিটি গঠনের অভিযোগে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের কমিটি গঠনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

রবিবার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিএনপির ৩ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, শাহদুল করিম, ছানোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মামলা করলে মঙ্গলবার বিকালে শুনানি শেষে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ–২ আদালতের বিচারক মো: মাসুদ রানা এ আদেশ দেন।

একই সঙ্গে দলের গঠনতন্ত্র না মেনে কমিটি নির্বাচন করাকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে ৯ জন বিবাদীকে ৫ কর্মদিবস সময় বেঁধে দেন।

কারণ দর্শানোর জন্য আদালত যে সকল বিবাদীকে সময় বেঁধে দিয়েছেন, তারা হলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে সভাপতি পদে বিজয়ী ঘোষিত মো: ফজলুল হক, সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী ঘোষিত মো: মমিনুল ইসলাম, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন–২০২৫ এর প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো: আব্দুস সালাম, নির্বাচন কমিশনার মো: জুলফিকার আলী এবং অ্যাডভোকেট আরিফুজ্জামান।

জানা গেছে, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুসরণ না করে অবৈধভাবে কমিটি গঠনের অভিযোগে বাদীরা ৯ জনকে বিবাদী করে মেহেরপুর সিনিয়র সহকারী জজ–২ আদালতে একটি মামলার আবেদন করেন। মামলা নম্বর: ৭১/২৫।

মঙ্গলবার (২০ মে) বিকাল সাড়ে চারটার সময় মামলাটির শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির কয়েকজন সিনিয়র আইনজীবী এই শুনানিতে অংশ নেন।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর এএসএম সাইদুর রাজ্জাক এবং মামলাটিতে বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো: মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অ্যাডভোকেট মো: মিজানুর রহমান বলেন, বিএনপির গঠনতন্ত্রের ৬ অনুচ্ছেদের “খ” ধারা লঙ্ঘন করে দলীয় কমিটি গঠনের অপচেষ্টা করা হচ্ছে। আহ্বায়ক কমিটির নেতাদের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কাউন্সিলের বিধি-বিধান উপেক্ষা করে নিজেদের পছন্দের লোকদের নিয়ে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দলকে আওয়ামী লীগ পুনর্বাসন কেন্দ্র বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আদালত বাদী পক্ষের অভিযোগের সত্যতা পেয়ে বিজ্ঞ আদালত এ নির্দেশনা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, আমরা আদালতের আদেশের কথা শুনেছি, তবে কাগজ পাইনি। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে কারণ দর্শানো হবে।